দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জগন্নাথ ভার্সিটি কলেজের শতবর্ষ পূর্তি

শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসুন ঃ প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস নিরক্ষরতামুক্ত দেশ গড়তে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক সমাজসহ সবার প্রতি আহবান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রাঙ্গণে কলেজের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্বোধন করছিলেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষা হলো চালিকাশক্তি, যা কোন দেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করে। তিনি দেশে সরকারের সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মসূচী বস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের আহবান জানান। শিক্ষা বিস্তারে বর্তমান সরকারের গৃহীত দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস জাতিকে নিরক্ষরতার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে গণশিক্ষা কর্মসূচীকে নতুন গতি সঞ্চারের আহবান জানান। ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে জগন্নাথ কলেজের অবদানের কথা স্মরণ করে প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কিশোরী লাল রায় চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মিঃ চৌধুরী মানিগঞ্জ জেলার বালিয়াতি গ্রামের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসুন ঃ প্রেসিডেন্ট

(প্রথম পাতার পর)

জমিদার ছিলেন।

এর আগে প্রেসিডেন্ট কলেজ প্রাঙ্গণে পৌঁছলে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কিউ আই টি এম হাবিবুর রহমান, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্ররা তাকে স্বাগত জানান। প্রেসিডেন্ট কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং কলেজ ইউনিট বিএনসিসি'র সালাম গ্রহণ করেন। তিনি কলেজের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আকাশে কবুতর ও বিভিন্ন রংয়ের বেলুন ছাড়েন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাবেক অধ্যক্ষবৃন্দ, অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ শতশত ছাত্র ও শিক্ষক যোগ দেন। প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস তার বক্তৃতায় ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধসহ সব প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কলেজের ছাত্রদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি একটি সুন্দর, সমাজ গড়ার সংগ্রামে ছাত্রদেরকে তাদের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করার পরামর্শ দেন।

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস উল্লেখ করেন যে দেশে বর্তমান শিক্ষার হার সন্তোষজনক নয়। তিনি মানব সম্পদ উন্নয়নে পল্লী এলাকায় শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে এক লাখ ৭৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে কি করে আরও ভালভাবে কাজে লাগানো যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য ১৯৭৯ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলেন, স্বৈরাচারী সরকার দেশে শিক্ষা বিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করায় ঐসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়নি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে জাতি সবার জন্য শিক্ষা এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যেত। প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতির জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দেশপ্রেম ও জনগণের প্রতি ভালবাসা আবশ্যক।

ছাত্রদের প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, ছাত্রজীবন চরিত্র গঠনের একটি সর্বোত্তম সময়। তিনি ছাত্রদেরকে তাদের এ সময়ের সঠিক ব্যবহারের পরামর্শ দেন। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে কলেজকে দু'টি মিনিবাস দান করা হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ ডঃ হাবিবুর রহমান।

বেকার ডাক্তারদের সাক্ষাৎ

মঙ্গলবার বেকার ডাক্তার সমিতির ২৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সমিতির আহবায়ক ডাঃ হারুনুর রশিদ।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস তাদের আশ্বাস দেন যে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকার তাদের কর্মসংস্থানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

চট্টগ্রাম ল' কলেজ ছাত্রদের সাক্ষাৎ

চট্টগ্রাম ল' কলেজের ২৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রাম মহানগরী ছাত্রদলের আহবায়ক আবু সুফিয়ান।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস লেখাপড়ার পাশাপাশি জাতি গঠনমূলক তৎপরতায় অবদান রাখার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহবান জানান। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরী ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক নাজিমুর রহমান, চট্টগ্রাম ল' কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি সাইফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক আশফাক উদ্দিন আহমেদ ও যুগ্ম সম্পাদক সাইদুল আমীন।

বাংলাদেশ শিক্ষা বৃত্তি ট্রাস্ট

বাংলাদেশ শিক্ষা বৃত্তি ট্রাস্টের ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে। প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এনায়েত করিম। দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন ট্রাস্টের উপদেষ্টা ডঃ এস আই চিশতি, পরিচালক সালাহউদ্দিন সালাম, শামসুল আলম জুলফিকার ও ডঃ বেলায়েত হোসেন সরকার।